বেইসলাইন প্রতিবেদন

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ

বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন, বটিয়াঘাটা, খুলনা

সম্পাদনা

রাশেদা কে. চৌধূরী

গ্রন্থনা

কে. এম. এনামুল হক

গিয়াসউদ্দিন আহমেদ

মির্জা কামরুন নাহার

আশ্রয় ফাউন্ডেশন

গণসাক্ষরতা অভিযান

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১৫

প্রকাশক
গণসাক্ষরতা অভিযান

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ছবি
আশ্রয় ফাউন্ডেশন

প্রচ্ছদ
নিত্য চন্দ্র

যোগাযোগের ঠিকানা
গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭
ফোন: ৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৫০৩১-৩২, ৫৮১৫৩৪১৭
ফ্যাক্স: ৯১৩২৮৪২, ইমেইল: info@campebd.org
ওয়েবসাইট: www.campebd.org

মুদ্রণে: দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩, নয়াপল্টন, ঢাকা –১০০০

মুখবন্ধ

শিক্ষা মৌলিক মানবাধিকার এবং প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিক্ষার ভিত্তি। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হতো স্থানীয় জনগোষ্ঠী উদ্যোগে। স্বাধীনতার পর প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রায় ৩৬,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। এ অবস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থাপনাসহ বিদ্যালয় পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে সরকার এবং শিক্ষা প্রশাসনের দায়-দায়িত্ব বাড়ে, শিক্ষার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয় কিন্তু জনঅংশগ্রহণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ 'সবার জন্য শিক্ষার' লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এ প্রেক্ষিত–কে সামনে রেখে গণসাক্ষরতা অভিযান "প্রত্যাশা" কর্মসূচির আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে "কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ"–এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

যে কোনো উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য একটি *বেইসলাইন* তৈরি অত্যন্ত জরুরি। বেইসলাইন থেকে প্রাপ্ত ফলাফল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যা প্রকল্পের মেয়াদ শেষে নির্বাচিত সূচকের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা পরিমাপে ব্যবহার করা হয়। 'প্রত্যাশা' কর্মসূচির আওতায় নির্বাচিত ৩২টি ইউনিয়নে বেইসলাইন তৈরির জন্য খানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ পরিচালিত হয়েছে।

এ জরিপ পরিচালনায় বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ' এবং স্থানীয় সহযোগী সংগঠন 'আশ্রয় ফাউন্ডেশন' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তথ্য সংগ্রহে স্থানীয় তরুণদের সমন্বয়ে একদল ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজার অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সহযোগী সংগঠনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিক আগ্রহ ও সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই বেইসলাইন তৈরি করা সম্ভব হতো না। অভিযান–এর আরএমইডি ইউনিটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বেইসলাইন তৈরি কার্যক্রম সমন্বয়, তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়নে নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন তারা প্রশংসার দাবীদার।

উপর্যুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা UKaid আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, তাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বেইসলাইন থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সহায়ক হলে আমাদের এ উদ্যোগ সার্থক হবে।

ঢাকা
সেপ্টেম্বর ২০১৫

রাশেদা কে. চৌধূরী
নির্বাহী পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ

প্রেক্ষাপট

মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রধান ও সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো শিক্ষা। আবার শিক্ষার প্রথম ধাপ হলো প্রাথমিক শিক্ষা বা মৌলিক শিক্ষা। বিশ্বজুড়ে শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সকল শিশুর মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করা হয়। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। শিক্ষা প্রশাসন, কারিকুলাম, শিক্ষক নিয়োগ এক কথায় পুরো প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনাই স্থানীয় প্রশাসনের ওপর ন্যস্ত থাকে।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রায় পুরোটাই বেসরকারি/স্থানীয় জনগণের উদ্যোগ বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হতো। সেই সময়ে শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনাসহ সকল কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের সরাসরি সম্পৃক্ততা ছিল। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী ও কার্যকর ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণ করা হয়। এর ফলে শিক্ষা ব্যবস্থাপনাসহ বিদ্যালয় পরিচালনায় শিক্ষা প্রশাসনের কর্তৃত্ব বাড়ার পাশাপাশি জনঅংশগ্রহণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

এমতাবস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও তার প্রত্যাশিত মাত্রায় অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়নি। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষার্থী–শিক্ষক সংযোগ ঘণ্টা, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, আনন্দদায়ক শিক্ষা পরিবেশ এখনো তেমন কার্যকর নয়, যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরিখে অপেক্ষাকৃত দুর্গম গ্রামীণ এলাকার অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকার নির্ধারিত সময়সূচি যথাযথ অনুসৃত হয় না। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অনিয়মিত উপস্থিতিও শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটায়।

প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি করা গেলে বিরাজমান অবস্থার অনেকটাই উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। এ লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকে সংগঠিত করে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কমিউনিটির কার্যকর উদ্যোগের ফলে একটি এলাকার শিক্ষা চিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। এই ধারণাকে সামনে নিয়ে গণসাক্ষরতা অভিযান PROTYASHA প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার স্থানীয় ৮টি সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে "কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ"–এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উপর্যুক্ত কার্যক্রমে **UK**aid আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করছে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠনের উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

১. ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন এবং বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ, বিরাজমান সমস্যাগুলো নিয়ে মতবিনিময় ও সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া;

২. নির্বাচিত ইউনিয়নে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির উদ্যোগ নেওয়া;

৩. শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়া রোধ ও বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অভিভাবকদের সচেতনতা সৃষ্টিতে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া;

৪. প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য জন সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

৫. বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পরিবেশ উন্নয়ন ও মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া;

৬. প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি।

বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন নির্বাচন করার পিছনের কারণ

- খুলনা বিভাগের সমুদ্র উপকূলবর্তী দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসেবে খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার একটি ইউনিয়ন, যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতিবছরই প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়;
- স্থানীয় জনগণের মতে প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকা হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা ক্যালেন্ডার অনুসরণে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ রয়েছে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের আগ্রহ।

যে কোনো প্রকল্প শুরু করার পূর্বে বেইসলাইন তৈরি অত্যন্ত জরুরি। যাতে বর্তমানে কী অবস্থা থেকে প্রকল্পের কাজ শুরু করা হলো এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরে কী কী সূচকের পরিবর্তন হয়েছে তা পরিমাপ করা যায়। এছাড়া বেইসলাইনের প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর আওতায় নির্বাচিত ইউনিয়নে কাজ করার শুরুতে ইউনিয়নের শিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য "খানা" ও "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" জরিপ পরিচালিত হয়। উপর্যুক্ত জরিপের আওতায় বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের সকল খানা (Household) ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই

জরিপ কাজে দু'ধরনের প্রশ্নপত্র (Instrument) ব্যবহার করা হয়েছে। ১. খানা জরিপ প্রশ্নপত্র, ২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ প্রশ্নপত্র। জরিপ কাজে স্থানীয় ৩১ জন যুব ভলান্টিয়ার ও ৪ জন দক্ষ সুপারভাইজার কাজ করেছেন। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংগঠন থেকে ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজারদের খণ্ডকালীন কাজের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজারদের তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

২০১১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট থেকে বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের ওয়ার্ডভিত্তিক খানা ও জনসংখ্যার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে তথ্য সংগ্রহের জন্য এই ইউনিয়নের বসবাসকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ৩১ জন ভলান্টিয়ার ও ৪জন সুপারভাইজার নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজারদের তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ইউনিয়নের মানচিত্র ব্যবহার করে ভলান্টিয়ারদের ওয়ার্ড ও গ্রামভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়। একজন ভলান্টিয়ার প্রতিদিন সর্বনিম্ন ১৫টি থেকে সর্বোচ্চ ৩০টি খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সুপারভাইজারগণ প্রতিদিন ভলান্টিয়ারদের পূরণকৃত প্রশ্নপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং ভুল সংশোধনের জন্য অসম্পূর্ণ প্রশ্নপত্রগুলো যথাযথভাবে পূরণের জন্য পরদিন তাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। ৯টি ওয়ার্ডে তথ্য সংগ্রহকারী ভলান্টিয়ারদের কাজ তদারকির জন্য ৩ জন সুপারভাইজার কাজ করেছেন। পুরো জরিপ কাজ সমন্বয় করার জন্য ১জন কোয়ালিটি কন্ট্রোলার কাজ করেছেন। তার দায়িত্ব ছিল পুরো জরিপ কাজ সমন্বয় করা, ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজারদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান। নৈর্ব্যক্তিকভাবে তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ভলান্টিয়ারদের নিজ গ্রাম বা ওয়ার্ডের পরিবর্তে ভিন্ন গ্রামে বা ওয়ার্ডে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, একইভাবে সুপারভাইজারদের নিজ ইউনিয়নের পরিবর্তে ভিন্ন ইউনিয়নের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ভলান্টিয়ারগণ খানা প্রধান অথবা ঐ খানার প্রাপ্ত বয়স্ক কোনো সদস্যের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। জরিপে ইউনিয়নের বসবাসরত জনগণের শিক্ষাগত অবস্থা সম্পর্কেও তথ্য নেওয়া হয়। খানার তথ্য প্রদানকারীর নিকট থেকে খানার সকল সদস্যের শিক্ষাগত অবস্থার তথ্য নেওয়া হয়েছে, এক্ষেত্রে কোনো অভিক্ষা বা টেস্ট নেওয়া হয়নি। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের পর পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের প্রয়োজনীয় ক্লিনিং ও এডিটিংয়ের পর তা Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) নামক Software ব্যবহারের মাধ্যমে উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা

- খানা পর্যায়ে প্রদত্ত স্বপ্রণোদিত তথ্যের ওপর নির্ভরশীলতা।
- তথ্যের বিকল্প উৎস না থাকায় যাচাইয়ের সুযোগ না থাকা।

বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের মানচিত্র

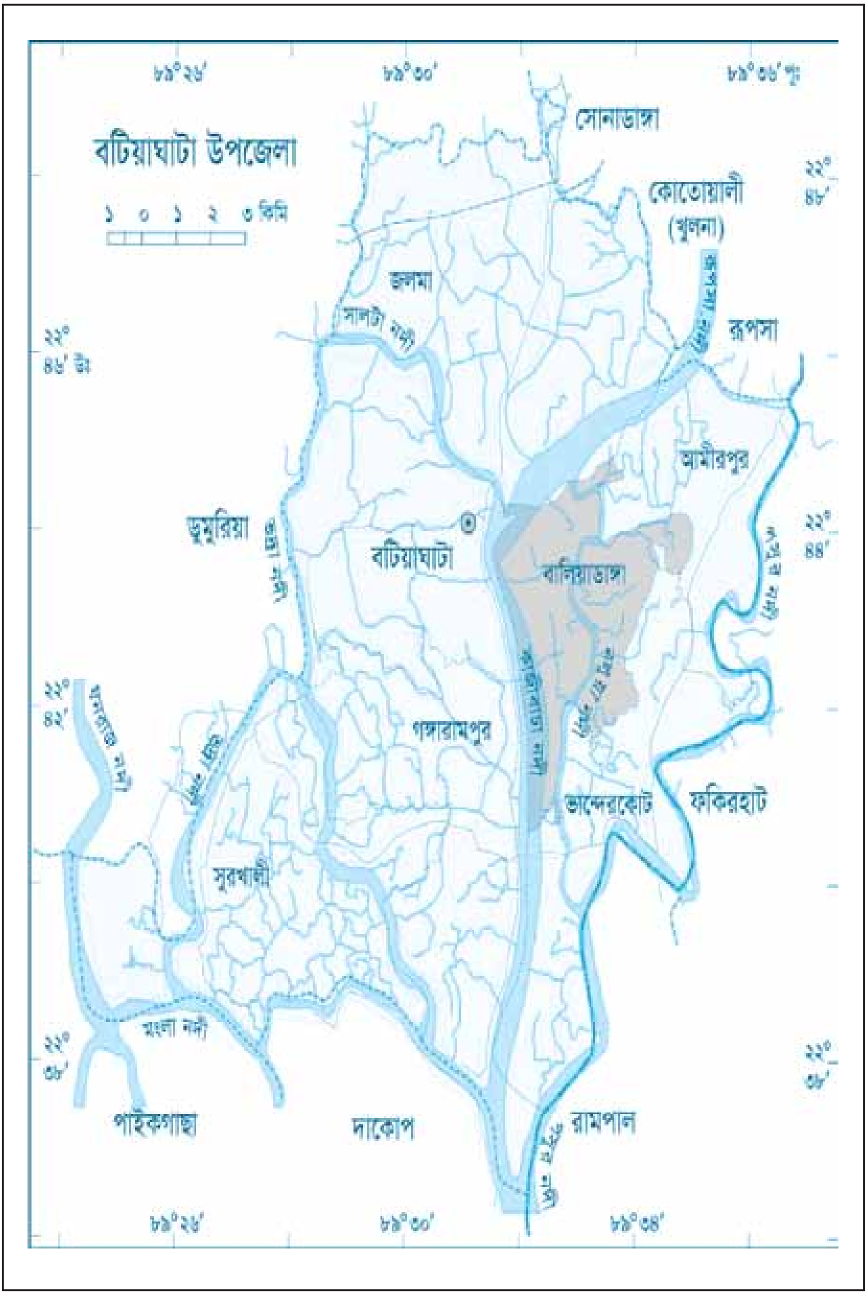

প্রাপ্ত ফলাফল

খানা ও জনসংখ্যা

২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে খানা ও বিদ্যালয় জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে মোট খানার সংখ্যা ৪,৯৩৪টি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১ অনুযায়ী ঐ সময়ে ইউনিয়নে খানার সংখ্যা ছিল ৪,০২৭টি। জরিপের তথ্য অনুযায়ী মোট জন সংখ্যা ১৮,৩০৯ জন, যেখানে ২০১১ সালে ছিল ১৬,৮১৩ জন। ২০১৪ সালের জরিপে খানাপ্রতি গড়ে লোকসংখ্যা পাওয়া গেছে ৩.৭১ জন, যা ২০১১ সালে ছিল ৪.১৭ জন। ২০১৪ সালের জরিপে ইউনিয়নে মোট শিক্ষার্থী ছিল ৪,২৫১ জন। এদের মধ্যে মেয়ে ১,৯২৬ জন এবং ছেলে ২,৩২৫ জন (যারা প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে অধ্যয়নরত)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৬ থেকে ১২ বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ২,৩৭০ (মেয়ে ১,১৫৮ ও ছেলে ১,২১২) জন। উপর্যুক্ত শিশুদের মধ্যে মোট ২,১৪৩ জন শিশু বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, যাদের মধ্যে মেয়ে ১,১০১ জন এবং ১,১৪২ জন ছেলে।

খানার সংখ্যা:	৪,৯৩৪টি	৪,০২৭টি
লোকসংখ্যা:	১৮,৩০৯ জন	১৬,৮১৩ জন
খানা প্রতি গড় লোকসংখ্যা:	৩.৭১ জন	৪.১৭ জন (আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১)
শিক্ষার্থীর সংখ্যা:	৪,২৫১ জন (মেয়ে: ১,৯২৬ জন)	
৬-১২ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা:	২,৩৭০ জন (মেয়ে: ১,১৫৮ জন)	
৬-১২ বছর বয়সী শিক্ষার্থী সংখ্যা:	২,২৪৩ জন (মেয়ে: ১,১০১ জন)	

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

জনসংখ্যার নারী পুরুষ ও ধর্মভিত্তিক বণ্টন

২০১৪ সালের জরিপের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ১৮,৩০৯ জন। এদের মধ্যে ৮,৮০৬ জন নারী, যা মোট জনসংখ্যার ৪৮ শতাংশ এবং পুরুষ ৫২ শতাংশ যা জন সংখ্যা হিসেবে ৯,৫০৩ জন। ধর্মীয় বিবেচনায় মোট জনসংখ্যার ৯৫.৭ শতাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী

বা মুসলিম এবং ৪.৩ শতাংশ সনাতন ধর্মাবলম্বী বা হিন্দু। এই ইউনিয়নে অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীর লোকের বসবাস নেই।

নারী পুরুষ ও ধর্মভিত্তিক বণ্টন

পুরুষ	নারী	মোট
৯,৫০৩	৮,৮০৬	১৮,৩০৯

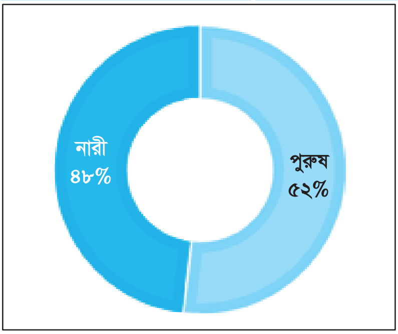

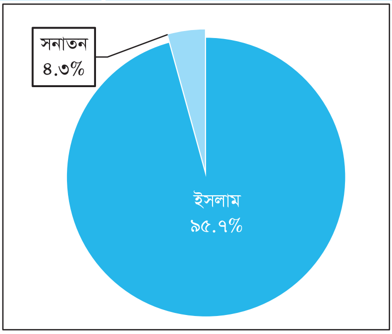

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংখ্যা

বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে মোট ১৮,৩০৯ জন লোকসংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা ৫ নম্বর ওয়ার্ডে মোট ২,৮৭৬ জন, এদের মধ্যে নারী ১,৩৮০ জন এবং পুরুষ ১,৪৯৬ জন। এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জনসংখ্যা ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ২,৭৪৬ জন। তৃতীয় ২ নম্বর ওয়ার্ডে ২,৩৪৬ জন। ১ নম্বর ওয়ার্ডের জনসংখ্যা সবচেয়ে কম ১,৪৭৬ জন। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বনিম্ন জনসংখ্যা হলো যথাক্রমে ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ১,৫৪৭ জন ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ১,৬১৯ জন।

ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংখ্যার চিত্র

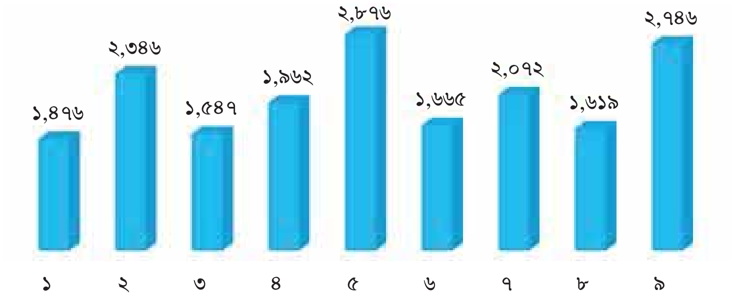

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

ওয়ার্ডভিত্তিক নারী পুরুষের সংখ্যা

ওয়ার্ড	নারী	পুরুষ	মোট	শতকরা হার %
১	৭১৮	৭৫৮	১,৪৭৬	৮.০৬
২	১,০৯৪	১,২৫২	২,৩৪৬	১২.৮১
৩	৭৪৫	৮০২	১,৫৪৭	৮.৪৫
৪	৯৪৬	১০১৬	১,৯৬২	১০.৭২
৫	১,৩৮০	১৪৯৬	২,৮৭৬	১৫.৭১
৬	৮০৭	৮৫৮	১,৬৬৫	৯.০৯
৭	৯৯৮	১,০৭৪	২,০৭২	১১.৩২
৮	৭৮৪	৮৩৫	১,৬১৯	৮.৮৪
৯	১,৩৩৪	১,৪১২	২,৭৪৬	১৫
মোট	**৮,৮০৬**	**৯,৫০৩**	**১৮,৩০৯**	**১০০**

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা

বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক বিভাজন করলে দেখা যায় যে, ০ থেকে ৫ বছরের শিশুর মধ্যে মোট সংখ্যা ১,৯২৯ জন, সেখানে মেয়ের সংখ্যা ৪৯.৫৬ শতাংশ। মোট ২,৩৭০ জন (মেয়ে ৪৮.৮৬ শতাংশ) শিশু রয়েছে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সসীমার মধ্যে। ১৩ থেকে ১৮ বছরের মোট জনসংখ্যা ২,৩১৯ জন (মেয়ে ৪২.৫২ শতাংশ)। সবচেয়ে বেশি মোট ৮,৪৪৫ জন (নারী ৫০.৮৩ শতাংশ) ১৯ থেকে ৪৫ বছর বয়সী জনসংখ্যা। ৪৬ থেকে ৬০ বছর বয়সী জনসংখ্যা মোট ২,২৮০ জন (৪৪.৬০ শতাংশ নারী)। সবচেয়ে কম ৬০ ঊর্ধ্ব জনসংখ্যা মোট ৯৬৬ জন (৪১ শতাংশ নারী)।

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা

বয়স	নারী	পুরুষ	মোট	শতকরা হার (নারী)
০ – ৫ বছর	৯৫৬	৯৭৩	১,৯২৯	৪৯.৫৬
৬ – ১২ বছর	১,১৫৮	১,২১২	২,৩৭০	৪৮.৮৬
১৩ থেকে ১৮ বছর	৯৮৬	১,৩৩৩	২,৩১৯	৪২.৫২
১৯ থেকে ৪৫ বছর	৪,২৯৩	৪,১৫২	৮,৪৪৫	৫০.৮৩
৪৬ থেকে ৬০ বছর	১,০১৭	১,২৬৩	২,২৮০	৪৪.৬০
৬০+ বছর	৩৯৬	৫৭০	৯৬৬	৪১.০০
মোট:	৮,৮০৬	৯,৫০৩	১৮,৩০৯	৪৮.০৯

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

জনগণের পেশা

বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের জনগণের পেশার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, মোট ১৮,৩০৯ জনের মধ্যে কর্মক্ষম ২,৩৩৭ জন কৃষিকাজে নিয়োজিত আছেন। গৃহিণী ৫,৪৯২ জন, বেসরকারি চাকরি করেন ৫৯১ জন, শ্রমিক ১,৫৫৩ জন, ব্যবসায়ী ৮৫১ জন। সরকারি চাকরি করেন ১৯২ জন এবং প্রবাসে চাকরি করেন ৩১ জন। শিক্ষার্থী ৪,২৫১ জন। এছাড়াও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত আছেন ৩৩৫ জন।

জনসংখ্যার পেশা

পেশা	জনসংখ্যা	পেশা	জনসংখ্যা
কৃষিকাজ	২,২৮৩	বর্গাচাষী	৫৪
গৃহিণী	৫,৪৯২	রিক্শা/ভ্যানচালক	২৩২
ছাত্র/ছাত্রী	৪,২৫১	ব্যবসায়ী	৮৫১
সরকারি চাকরি	১৯২	বেকার	১৬৫
বেসরকারি চাকরি	৫৯১	শিশু শ্রমিক*	৯০
প্রবাসে চাকরি	৩১	গৃহকর্ম	৩৫৪
মৎসজীবী	৮৯	প্রযোজ্য নয়*	১,৭৪৬
শ্রমিক	১,৫৫৩	অন্যান্য	৩৩৫

*** শিশু শ্রমিক: ৮ – ১৪ বছরের শিশু** *** প্রযোজ্য নয়: ০ - < ৪ বছর**

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

শিক্ষাগত অবস্থা

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স পাশ করেছেন ৮৯ জন। অনার্স পাশ করেছেন ৪৭ জন, ব্যাচেলার বা স্নাতক পাশ করেছেন ১৫২ জন। এইচএসসি পাশ করেছেন ৫৫২ জন, এসএসসি পাশ করেছেন ১,০৪৩ জন। নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ১,৩৮১ জন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন ১,৩৪৮ জন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ৩,৩৬৮ জন। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ১,৫৯৯ জন নিরক্ষর। এ সংখ্যা অনেক বেশি, যা শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ইঙ্গিত বহন করে।

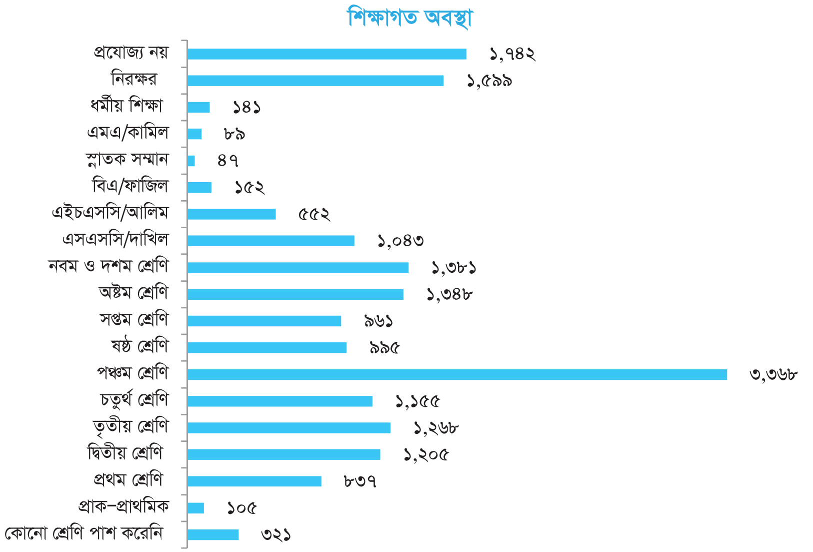

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা (৪ থেকে ১২ বছর)

বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী মোট ২,৩৭০ জন শিশু রয়েছে, এদের মধ্যে মেয়ে ১,১৫৮ জন এবং ছেলে ১,২১২ জন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২,২৪৩ জন শিশু বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, যা শতকরা হিসেবে ৯৪.৬৪ শতাংশ। এক্ষেত্রে মেয়ে শিশুর বিদ্যালয়ে গমনের হার ৯৫.০৭ শতাংশ এবং ছেলে শিশুর ৯৪.২২ শতাংশ। ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা ১২৭ জন (মেয়ে ৫৭, ছেলে ৭০)। আবার ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে বিদ্যালয়ে গমনের হার ৯৫.৬৯ শতাংশ, যা ৫ থেকে ১২ বছরের শিশুদের মধ্যে ৯২.৪০ শতাংশ।

বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা (৪ থেকে ১২ বছর)

৬ থেকে ১২ বছর শিশু	ছেলে	মেয়ে	মোট	%
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে	১,১৪২	১,১০১	২,২৪৩	৯৪.৬৪
বিদ্যালয়ে বহির্ভূত শিশু	৭০	৫৭	১২৭	৫.৩৬
মোট:	১,২১২	১,১৫৮	২,৩৭০	১০০
৬ - ১০ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	৮৯১	৮৬৪	১,৭৫৫	৯৫.৬৯
৫ - ১২ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১,২২৪	১,১৯৮	২,৪২২	৯২.৪০
৪ - ৫ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	৮২	৯৭	১৭৯	২৪.৪২

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু

শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অসামান্য অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনো অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে মোট ১২৭ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে। এদের মধ্যে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হলেও বর্তমানে তারা বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৪ জন রয়েছে ৫ নম্বর ওয়ার্ডে, ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ১৭ জন এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ১৬ জন বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু রয়েছে।

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা (৬ থেকে ১২ বছর)

ওয়ার্ড নম্বর	মোট শিশু			শিক্ষার্থী			বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু
	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	
১	৯৭	৮৮	১৮৫	৯৫	৮৬	১৮১	৪
২	১৫৫	১২৭	২৮২	১৪৮	১২৭	১৭৫	৭
৩	৯৩	৯৭	১৯০	৯০	৯৫	১৮৫	৫
৪	১৩৮	১৩৬	২৭৪	১৩২	১৩৩	২৬৫	৯
৫	১৮৭	১৯৮	৩৮৫	১৬২	১৭৯	৩৪১	৪৪
৬	৯৫	৯৮	১৯৩	৯১	৮৭	১৭৮	১৫
৭	১২৭	১২৮	২৫৫	১২৪	১২১	২৪৫	১০
৮	৯৬	১০১	১৯৭	৮৮	৯৩	১৮১	১৬
৯	১৯৬	১৭১	৩৬৭	১৮৪	১৬৬	৩৫০	১৭
মোট	**১,১৮৪**	**১,১৪৪**	**২,৩২৮**	**১১১৪**	**১০৮৭**	**২২০১**	**১২৭**

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রতিবন্ধী শিশু

ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মোট ৩৫ (মেয়ে ১৫, ছেলে ২০) জন প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে মোট ২৬ (মেয়ে ১১, ছেলে ১৫) জন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, যা শতকরা হিসেবে ৭৪.২৮ শতাংশ। প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে যাদের প্রতিবন্ধিতার পরিমাণ কম তাদের বিদ্যালয়ে গমনের হার বেশি (৮০ শতাংশ)।

৬ - ১২ বছর বয়সী প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা

	মোট শিশুর সংখ্যা			লেখাপড়া করে		
	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট
প্রতিবন্ধী	১১	৯	২০	৯	৫	১৪
সামান্য প্রতিবন্ধিতা	৯	৬	১৫	৬	৬	১২
মোট	**২০**	**১৫**	**৩৫**	**১৫**	**১১**	**২৬**

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের চিত্র

শিশুরা কোন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের ৮১.৩০ শতাংশ শিশু নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। ১৫.৩০ শতাংশ শিশু নিজ ইউনিয়নের অন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে, ১.৬০ শতাংশ শিশু নিজ উপজেলার অন্য ইউনিয়নের বিদ্যালয়ে এবং ১.৮০ শতাংশ শিশু ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী অন্য উপজেলার বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের চিত্র

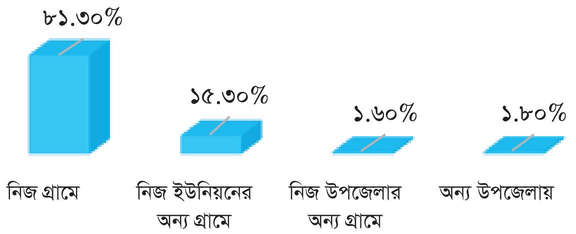

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে পড়ালেখা করে মোট ৬৩৫ জন, এদের মধ্যে মেয়ে ৩১৪ জন এবং ছেলে ৩২১ জন। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৪৬০ জন (মেয়ে ২৩৫ ও ছেলে ২২৫)। তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণিতে মেয়ের তুলনায় ছেলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি, যথাক্রমে তৃতীয় শ্রেণিতে ২২৪ জন মেয়ের বিপরীতে ২৩১ জন ছেলে, চতুর্থ শ্রেণিতে ১৫৮ জন মেয়ের বিপরীতে ১৮৮ জন ছেলে। পঞ্চম শ্রেণিতে আবার ছেলের তুলনায় মেয়ে বেশি। ১৫২ জন ছেলের বিপরীতে ১৬৮ জন মেয়ে শিক্ষার্থী।

শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

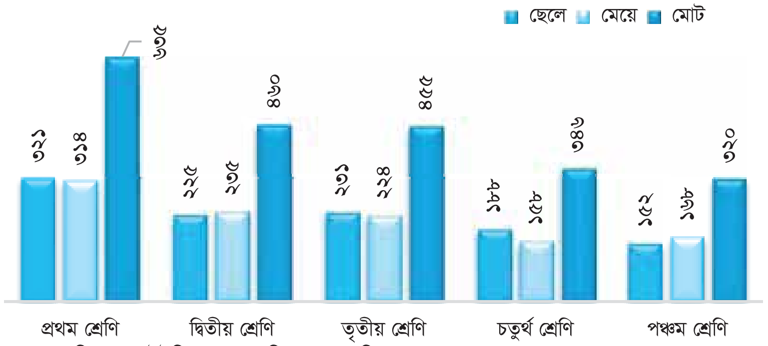

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

বিদ্যালয়ের অবস্থা

বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের মোট ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন পাকা, যা শতকরা হিসেবে ৫৫.৬ শতাংশ। ২টি আধাপাকা (১১.১ শতাংশ) এবং ৬টি কাঁচা (৩৩.৩ শতাংশ)। আবার বিদ্যালয় ভবনের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় ১টি বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব ভালো, যা শতকরা হিসেবে ৫.৬ শতাংশ। ১১টি (৬১.৬ শতাংশ) বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা মোটামুটি ভালো। ভালো অবস্থায় নেই ৬টি (৩৩.৩ শতাংশ) বিদ্যালয়ের।

বিদ্যালয়ের ভবনের অবস্থা

বিদ্যালয়ের ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
পাকা	১০	৫৫.৬
আধা-পাকা	২	১১.১
কাঁচা	৬	৩৩.৩
মোট	১৮	১০০

অবস্থার ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
খুব ভালো	১	৫.৬
মোটামুটি ভালো	১১	৬১.৬
খারাপ অবস্থা	৬	৩৩.৩
মোট	১৮	১০০

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট রয়েছে, শতকরা হিসেবে তা ৪৪.৪ শতাংশ। ৫টি বিদ্যালয়ে (২৭.৮ শতাংশ) ছেলে ও মেয়েরা একই টয়লেট ব্যবহার করে, এখানে পৃথক টয়লেট ব্যবস্থা নেই। ২টি (১১.৪ শতাংশ) বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য টয়লেটের ব্যবস্থা রয়েছে। কোনো টয়লেট ব্যবস্থা নেই ৩টি (১৬.৭ শতাংশ) বিদ্যালয়ে।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

বিদ্যালয়ে টয়লেট ব্যবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা	৮	৪৪.৪
উভয়েই ব্যবহার করে	৫	২৭.৮
শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য	২	১১.৪
শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য	০	০
পায়খানা নেই	৩	১৬.৭
মোট	১৮	১০০

বর্তমান অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
ব্যবহার উপযোগী	৩	১৬.৭
মোটামুটি ব্যবহার উপযোগী	১১	৬১.১
ব্যবহারের অনুপযোগী	১	৫.৬
বন্ধ	০	০
পায়খানা নেই	৩	১৬.৭
মোট	১১	১০০

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

আর্থিক অবস্থা

আর্থ-সামাজিক তথ্যের মধ্যে খানার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সব সময় বা বছর জুড়ে ঘাটতি থাকে ১২.৫ শতাংশ খানার। সব সময় না হলেও মাঝে মাঝে ঘাটতি থাকে ২২.৯ শতাংশ খানার। সমান সমান অর্থাৎ উদ্বৃত্ত না থাকলেও কখনো ঘাটতি থাকে না ৩৩.১ শতাংশ খানার। মাঝে মাঝে উদ্বৃত্ত থাকে ১৮.৩ শতাংশ খানার। ১৩.২ শতাংশ খানা আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল বা সব সময় উদ্বৃত্ত থাকে।

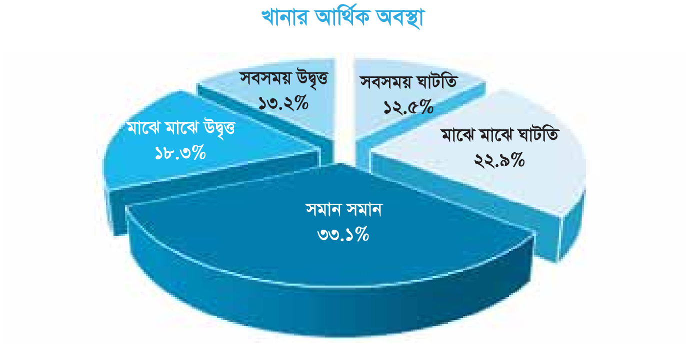

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে মোট ৪,৯৩৪টি খানার মধ্যে নিজস্ব স্যানিটারি পায়খানা রয়েছে ৬৯.৯ শতাংশ খানায়। কাঁচা বা খোলা পায়খানা ব্যবহার করেন ২৮.৪ শতাংশ খানার সদস্যরা। খানার নিজস্ব পায়খানা নেই ১.৭ শতাংশ খানার । যৌথ পরিবারের অংশ হিসেবে অনেক খানার নিজস্ব পায়খানা নেই, তারা যৌথ পরিবারের পায়খানা ব্যবহার করেন ।

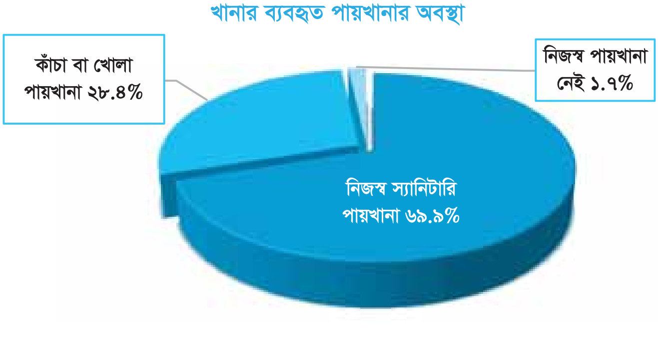

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

খাবার পানির অবস্থা

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ইউনিয়নের ৬৫ শতাংশ খানা খাবার পানি হিসেবে নিজস্ব টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করেন। পাশের বাড়ির টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করেন ৩৪ শতাংশ খানা। সরকারি/এনজিও প্রদত্ত টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করেন ১ শতাংশ খানা। আবার ইউনিয়নের ২২.৪ শতাংশ খানার সদস্যরা জানিয়েছেন তাদের ব্যবহৃত পানি আর্সেনিক মুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করা হয়নি। ব্যবহৃত পানি আর্সেনিক মুক্ত বলে জানিয়েছেন ৭৬.৯ শতাংশ খানা। ০.৭ শতাংশ খানা থেকে জানিয়েছেন তাদের ব্যবহৃত পানি আর্সেনিক যুক্ত।

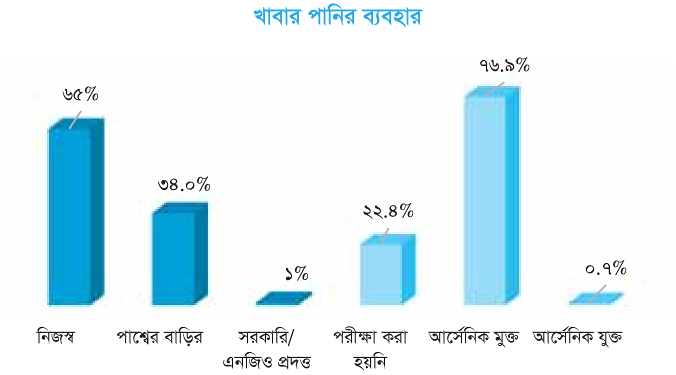

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

বিদ্যুতের ব্যবহার

ইউনিয়নের ৪৯ শতাংশ খানার বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে এবং ৫১ শতাংশ খানায় বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। ব্যবহৃত বিদ্যুতের মধ্যে ৪৭.৩ শতাংশ খানা সাধারণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন এবং ৫২.৭ শতাংশ খানা সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করে।

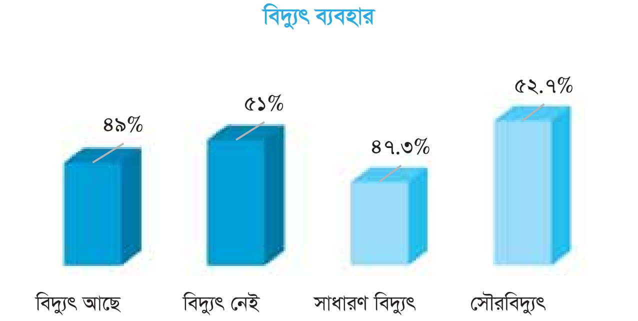

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

মোবাইল ফোন ব্যবহার

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে মোবাইল ফোন। খানা জরিপে জনগণের মোবাইল ফোন ব্যবহারের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, ইউনিয়নের ৫৫.৬ শতাংশ খানা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন এবং ৪৪.৪ শতাংশ খানায় কোনো মোবাইল ফোন নেই। আবার যেসব খানায় মোবাইল ফোন ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে ৭৯.৬ শতাংশ খানায় ১টি করে ফোন রয়েছে। ২টি করে ফোন রয়েছে ১৫.৩ শতাংশ খানায়। দুইয়ের অধিক ফোন ব্যবহার করেন ৫.১ শতাংশ খানা।

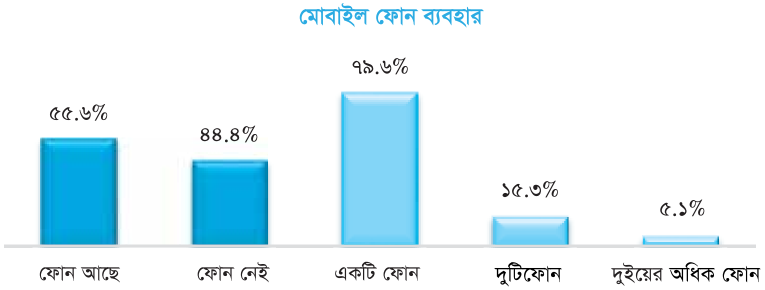

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

টেলিভিশনের ব্যবহার

বিনোদনের মাধ্যমে হিসেবে টেলিভিশনের অবস্থান সবার উপরে। বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে মোট ৪,৯৩৪টি খানার মধ্যে মাত্র ১১ শতাংশ খানায় টেলিভিশন রয়েছে এবং ৮৯ শতাংশ খানায় টেলিভিশন নেই। ৪৯ শতাংশ খানায় বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেও মাত্র ১১ শতাংশ খানায় টেলিভিশন রয়েছে, আর্থ–সামাজিক দিক থেকে তা পিছিয়ে পড়া অঞ্চলেরই ইঙ্গিত বহন করে।

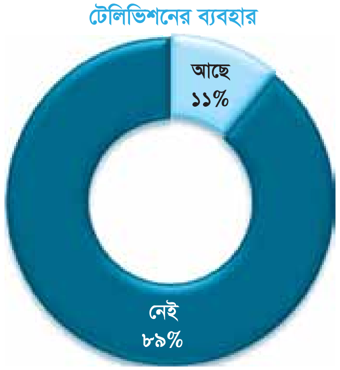

তথ্যসূত্র: বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন খানা জরিপ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

বালিয়ডাঙ্গা ইউনিয়নে ৪,৯৩৪টি খানায় মোট ১৮,৩০৯ জন বসবাস করেন। ইউনিয়নে মোট ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এটি একটি উপকূলীয় দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসেবে প্রতিবছরই কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ঝড়, জলোচ্ছ্বাস) লেগে থাকে। সব সময় খাদ্য ঘাটতি এবং মাঝে মাঝে খাদ্য ঘাটতি বিবেচনায় প্রায় ৩৫.৪ শতাংশ পরিবার খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জাতীয় হিসেবে ২০১৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের নীট ভর্তি হার ৯৮.৪ শতাংশ হলেও এই ইউনিয়নে নীট ভর্তির হার পাওয়া গিয়েছে ৯৫.৬৯ শতাংশ। যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবহার, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের বিবেচনায় বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের অবস্থান সন্তোষজনক নয়। বিনোদন ও তথ্যের অভিগম্যতা কম। খানা প্রধানের পেশায় ভিন্নতা রয়েছে। ইউনিয়নে ১,৫৯৯ জন নিরক্ষর। অর্থাৎ অনেক শিশুই পরিবারের প্রথম শিক্ষার্থী, ফলে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিবারের চেয়ে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় থেকেও বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

উপসংহার

বেইসলাইনে বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাসহ আর্থ–সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ* –এর মূল দায়িত্ব হলো জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও এর বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া। তাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ*–এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলেই কেবল ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আশা করা হচ্ছে জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ*–এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সুপারিশ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর পক্ষে এককভাবে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল পক্ষকে সমন্বয় করে একযোগে কাজ করতে হবে। স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনকে কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ* কার্যক্রমের মূল দায়িত্বে থাকলেও অন্যান্য গ্রুপগুলোর সহায়তা ছাড়া মাঠ পর্যায়ে এর সফল বাস্তবায়ন বা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আশা করা যায় না। *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ* সকল পক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সক্রিয়করণে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের সকল পক্ষ

যথাযথভাবে নিজ নিজ দায়-দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হলে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচকগুলো দৃষ্টিগোচর হবে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর প্রাণ হলো *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ*। তাদের সক্রিয়তার ওপর নির্ভর করে গৃহীত কার্যক্রমগুলোর সফল বাস্তবায়ন। ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য তাদেরকে যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে:

- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- শিশু ভর্তি ও ঝরেপড়া রোধ বিষয়ক বিভিন্ন প্রচারণা চালানো;
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো (SMC, SLIP) সক্রিয়করণসহ বিভিন্ন ইস্যুতে আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা/পরামর্শ প্রদান;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ ও আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষার মানোন্নয়ে নজরদারি;
- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য প্রচারণা চালানো;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সমস্যাবলী নিয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেনদরবার করা।

স্থানীয় জনগণ

স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের কোনো কার্যক্রমই সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। যেহেতু কর্ম এলাকায় স্থানীয় জনগণের ছেলে মেয়েরা পড়ালেখা করে সে কারণে তাদেরকে এই কর্মসূচির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত করা দরকার। এই কার্যক্রমকে সফল করতে হলে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় জনগণকে যেসব কাজের মাধ্যমে এই কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ঝরেপড়া শিশু চিহ্নিতকরণে;
- বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরেপড়া শিশুদের ভর্তির উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- যোগ্য ব্যক্তিদের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নির্বাচিতকরণে উদ্বুদ্ধ করে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন স্থানীয় চায়ের দোকানিদের শিশুদের টেলিভিশন দেখার সুযোগ না দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে;
- নিজ এলাকার/গ্রামের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও লেখাপড়ার মান সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে।

অভিভাবক

দিনের বেশিরভাগ সময় শিশু বাড়িতে কাটায়। তাই শিশুর পড়ালেখার ক্ষেত্রে অভিভাবকের ভূমিকা অপরিসীম। অভিভাবকের সচেতনতা শিশুর পড়ালেখাসহ সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। এই কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নে অভিভাবকদের যেভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণের প্রচারণায়;
- বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ঝরেপড়া শিশুদের ভর্তির উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- অভিভাবকদের শিশুর লেখাপড়া ও পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন শিশুর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে;
- বিদ্যালয়ে আয়োজিত অভিভাবক সভায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে।

জন প্রতিনিধি

এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও উন্নয়ন কাজ তদারকির জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একাধিক কমিটি রয়েছে। এর মধ্যে এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি অন্যতম। ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর খোঁজখবর রাখা ও বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকি করা তাদের দায়িত্বের অংশ। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর কার্যক্রম সফল ভাবে বাস্তবায়নে “ওয়াচ গ্রুপ” এই কমিটিকে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারে। যেমন-

- নিয়মিতভাবে এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা আয়োজন ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিতভাবে পরিদর্শনে উদ্বুদ্ধকরণে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলী নিয়ে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবার করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন চায়ের দোকানসমূহে শিশুরা যাতে টেলিভিশন দেখার সুযোগ না পায় সেই বিষয়ে ইউনিয়ন থেকে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- ভর্তি না হওয়া/ঝরেপড়া হত দরিদ্র শিশুর অভিভাবকদের ভিজিএ কার্ডসহ প্রদানসহ পরিষদ থেকে অন্যান্য সহায়তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণে।

এসএমসি

বিদ্যালয়ের প্রাণ হলো বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি)। এসএমসি যেমন একটি বিদ্যালয়কে আমূল বদলে দিতে পারে, তেমনি এসএমসি’র যথাযথ দায়িত্ব পালনের অভাবে

একটি স্বনামধন্য বিদ্যালয়ও ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষকদের যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, পড়ালেখার মান ইত্যাদি বিষয়গুলো তদারকি করেন এসএমসি'র সদস্যগণ। *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ*–এর কার্যক্রমের মাধ্যমে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির সঙ্গে এসএমসিকে যেভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- এসএমসি সদস্য হিসেবে তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনকরণে;
- বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে এসএসসি সভা আয়োজনে উদ্বুদ্ধকরণে;
- সদস্যদের নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণে;
- বিদ্যালয়ের সমস্যাবলী নিয়ে এসএমসি সভায় আলোচনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে;
- বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, লেখাপড়ার মান ও ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তাগিদ দিয়ে;
- বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলী নিয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপসহ উপজেলা পর্যায়ে দেন দরবারকরণে।

শিক্ষক

শিক্ষকগণ হলেন শিক্ষার মূল চালিকাশক্তি। তাদের হাত ধরেই প্রতিটি শিশুর পড়ালেখায় হাতেখড়ি হয়। শিক্ষকদের যত্ন ও মননশীলতায় শিশুরা গড়ে উঠে আলোকিত মানুষরূপে। শিক্ষকগণ যেমন তাদের উদ্ভাবনীমূলক চিন্তা-চেতনা প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে পারেন, তেমনি তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রভূত উন্নয়ন সম্ভব। এই কর্মসূচিতে শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করে যেসব কাজ করা যেতে পারে:

- শিক্ষকদের যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে;
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণে;
- শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক পাঠদান প্রদানে;
- লেখাপড়ার মানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার ক্ষেত্রে;
- দুর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- নিয়মিতভাবে অভিভাবক সমাবেশ ও কার্যকর এসএমসি সভা আয়োজনে।

শিক্ষা কর্মকর্তা

প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠ পর্যায়ের তদারকি ও সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ। তাদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে ও বিরাজমান সমস্যাগুলো সমাধানে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষা কর্মকর্তার সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই এই কর্মসূচিতে

তাদের সম্পৃক্তকরণ অত্যন্ত জরুরি। যেভাবে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের (প্রাথমিক) এই কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা যায়ঃ

- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও বেইসলাইনের প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে নিয়মিতভাবে অবগত করে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলী নিয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর পক্ষে উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবার করার মাধ্যমে;
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষা কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে।

বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন কমিউনিটিএডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর তালিকা

ক্রম নং	নাম	পদবি
১.	মো: শহীদুল্লাহ শেখ	সভাপতি
২.	মো: মিজানুর রহমান	সদস্য
৩.	ঝর্ণা বেগম	সদস্য
৪.	ফিরোজা বেগম	সদস্য
৫.	শাহিন আলম	সদস্য
৬.	নাজমা বেগম	সদস্য
৭.	সওদা বেগম	সদস্য
৮.	খাদিজা বেগম	সদস্য
৯.	সুলতান মাহমুদ	সদস্য
১০.	মো: গোলাম আজম	সদস্য
১১.	হুমায়ূন কবির	সদস্য
১২.	শাহেলা আক্তার	সদস্য
১৩.	মো: আব্দুল হক	সদস্য
১৪.	মো: আসাবুর রহমান	সদস্য
১৫.	সুফিয়া বেগম	সদস্য
১৬.	মো: এজাজুর রহমান শামীম	সদস্য
১৭.	শাহানাজ বেগম	সদস্য
১৮.	মো:জাকারিয়া শেখ	সদস্য
১৯.	আব্দুল দাইয়ান শেখ	সদস্য
২০.	নারগীস পারভীন	সদস্য
২১.	মমতাজ খাতুন	সদস্য সচিব ও নির্বাহী পরিচালক আশ্রয় ফাউন্ডেশন

খানা ও বিদ্যালয় জরিপে অংশগ্রহণকারী ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজারদের তালিকা

ক্রম নং	নাম	ওয়ার্ড নম্বর
১	মো: নজরুল ইসলাম	১
২	মো:আমির সোহেল	১
৩	মো: শাহরিয়ার তরফদার	১
৪	মো: আল–আমিন তরফদার	১
৫	মো: ইমামুল হাসান	২
৬	মো: আরিফুল ইসলাম	২
৭	সোনিয়া খাতুন	২
৮	নাইস মল্লিক	২
৯	বিরাজ গোলদার	২
১০	আম্বিয়া ইসলাম	২
১১	জুবায়ের ইসলাম তরফদার	২
১২	মো: রাসেল গাজী	৩
১৩	এস এম নূরুল ইসলাম	৩
১৪	মৌসুমী খাতুন	৩
১৫	শারমিনা খাতুন	৩
১৬	মো: রুহিন হোসেন	৪
১৭	ফারজানা আক্তার বৃষ্টি	৪
১৮	মো: মাহমুদুল হাসান	৪
১৯	মো:ইব্রাহীম মোল্লা	৫
২০	মো: আল–আমিন	৫
২১	মো: আশিকুর রহমান	৫
২২	মো: আসলাম শেখ	৬
২৩	মো: রকিব উদ্দিন	৬
২৪	মো: রায়হান উদ্দিন	৬
২৫	মো: শামিম খান	৭
২৬	মো: আসাদ শেখ	৭
২৭	মনোজ কুমার রায়	৭
২৮	তরুন কুমার দাশ	৭

২৯	আবদুল্লাহ আল-মামুন	৮
৩০	মো: রুবেল বিশ্বাস	৮
৩১	মো: মুরসালাত শেখ	৮
৩২	মাহমুদা খাতুন	৮
৩৩	জিনিয়া খাতুন	৯
৩৪	হাসান জুনায়েত	৯
৩৫	সুমনা ইয়াসমীন	৯

মা সমাবেশ